গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০৫.২০.১১৬

তারিখ ১৪ আষাঢ়, ১৪২৯ ব:
২৮ জুন ২০২২ খ্রি:

বিষয়: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

তারিখ : ১৫-০৬-২০২২ খ্রি:

সময় : বেলা ১২.১৫ ঘটিকা

স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-কঃ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ।
পরিশিষ্ট-খঃ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ।

বিভাগীয় কমিশনারগণসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি আজকের সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপভাবে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ১৬.৪১৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।	১৬.৪১৫০ একর জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮৩,১৮,৮২,৫৭৪/৭০ (তিরাশি কোটি আঠারো লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর টাকা সত্তর পঁয়সা মাত্র) টাকা জেলা প্রশাসক, যশোর বরাবর গত ০৯-০৫-২০২২ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার স্বার্থে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে	বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার স্বার্থে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে জমির দখল দ্রুত বুঝিয়ে দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর-কে প্রয়োজনীয়	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, যশোর

		জমির দখল দ্রুত বুঝিয়ে দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ জানান।	নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	
২.	বেনাপোল স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ২য় পর্যায়ে ১.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণ	১.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গত ০৪-১০-২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, যশোর-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, যশোর কর্তৃক ০৩-০১-২০২২ তারিখে সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ০৮-০২-২০২২ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় মর্মে জানানো হয়। সভাপতি উক্ত জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, যশোর-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ জানান।	উক্ত জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, যশোর-কে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, যশোর
৩.	ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৫তলা ভবনসহ ভবন সংলগ্ন ০.১২ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৫তলা ভবনসহ ভবন সংলগ্ন ০.১২ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গত ১৬-০৩-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা এ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারকে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান।	উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, খুলনা।
৪.	আখাউড়া স্থলবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৩.৫৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, আখাউড়া স্থলবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলাধীন কালিকাপুর মৌজায় প্রস্তাবিত ৩.৫৭৭৫ একর জমির মধ্যে কুমিল্লা সেক্টরের অধীনস্থ ২৫ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়া আইসিপি স্থাপন	উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কশিনার/ জেলা প্রশাসন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

		শীর্ষক প্রকল্পের জন্য একই মৌজায় (একই স্থানে) ২.০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করায় একই জমি দুইটি প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ করার সুযোগ নেই মর্মে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক এ কার্যালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জায়গা ব্যতীত আশে পাশে আর কোন জমি অধিগ্রহণ করার মত নেই। অপরদিকে প্রস্তাবিত জায়গায় বিজিব কর্তৃক আখাউড়া চেকপোস্ট সংলগ্ন আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট (আইসিপি) স্থাপন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি জনগণের স্বার্থের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এছাড়া, ভারতে গমনাগমন যাত্রীদের প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি প্রদানের নিমিত্ত প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণও অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রস্তাবিত প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সভাপতিত্বে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, বিজিবি এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গত ০৩/০৩/২০২২ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির উপর নির্মিতব্য আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের লে-আউট বিশেষ করে বিজিবির চেকপোস্ট ও Retreat ceremony'র জন্য গ্যালারির অবস্থান চিহ্নিত করে লে-আউট প্ল্যান প্রস্তুত করে পুনরায় গত তারিখ প্রস্তাব জেলা প্রশাসন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া		

		বরাবর গত ১২-০৫-২০২২ তারিখে পেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগীয়তা কামনা করেন।		
৫.	তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৪.১৪ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক জানান যে, তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৪.১৪ একর জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর চাহিত তথ্যাদি গত ০৬-০১-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার সহযোগীয়তা কামনা করেন।	উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট-কে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, সিলেট
৬.	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন কালাসাদক মৌজায় ৩০.০০ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক জানান যে, ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন কালাসাদক মৌজায় ৩০.০০ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রস্তাব গত ২৫-০১-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবিত ৩০.০০ একর জমির মধ্যে জনাব ইমরান আহমদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটন এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম-এর একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তাই উক্ত বন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগীয়তা কামনা করেন।	জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের বিকল্প প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত জমি চিহ্নতকরণ, দাগসূচি প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করার জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট-কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশান, সিলেট।
৭.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ভূমি	চেয়ারম্যান, চবক জানান যে, জাইকা ঋণে ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহন বাবদ গত ০২-০৬-২০২১ তারিখে ৭৫,১১,৫৯,২৭৫.৮৩ টাকা এবং গত ১৩-০১-	ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকগণের ভূমির মূল্য পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, চবক, বিভাগীয় কমিশনা, জেলা প্রশাসন,

	অধিগ্রহন সংক্রান্ত।	২০২২ তারিখে অতিরিক্ত প্রাক্কলন বাবদ ৮৭,৪৬,৫৪,৯৯৬.০১ টাকা অর্থাৎ মোট-১৬২,৫৮,১৪,২৭১.৮৪ (একশত বাষট্টি কোটি আটান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশত একাত্তর টাকা চুরাশি পয়সা) টাকা জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবর পরিশোধ করা হয়েছে। গত ৩০.০৩.২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শুরু করার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকগণকে যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে গত ০৬.০৬.২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভূমির মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জাইকার গাইডলাইন অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া, মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত (ক) ৩৯৭ মিটার SMD নির্মাণ, (খ) চ্যানেলের প্রশস্ততা ২৫০ মিটার থেকে ৩৫০ মিটারে উন্নীত করণ এবং (গ) পাবলিক টার্মিনাল বেসিন এর ড্রেজিং কাজ সিপিজিসিবিএল কর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রকল্পের আওতায় সম্পাদন করার সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে সিপিজিসিবিএল কর্তৃক ৩৯৭মিটার SMD নির্মাণ ও চ্যানেলের প্রশস্ততা ২৫০ মিটার থেকে ৩৫০ মিটারে উন্নীত করণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগীয়তা কামনা করেন।		চট্টগ্রাম।

৮.	মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনাবারে ড্রেজিং প্রকল্পের জমি হুকুম দখল সংক্রান্ত জটিলতা	চেয়ারম্যান, মোবক জানান যে, খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলাধীন বানিয়াশান্তা মৌজায় ৩০০.০০ একর জমি হুকুম দখলের জন্য ১০-০৬-২০২২ তারিখে জমির ক্ষতিরপূরণ বাবদ ৭,৪৬,১৭,৬২০.৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। ড্রেজিং মাটি ফেলার জায়গা না থাকায় ঠিকাদারের ড্রেজার বন্ধ থাকতে পারে এবং প্রকল্পটিও বাস্তবায়নও স্থবির হয়ে পড়বে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগীতা কামনা করেন।	উক্ত জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, মোবক, বিভাগী কমিশনার, জেলা প্রশাসন, খুলনা।
৯.	শিমুলিয়া-মাঝিরকান্দি ফেরি সার্ভিস	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, শিমুলিয়া ফেরি সার্ভিস এর মাঝিরকান্দি প্রান্তে সংযোগ সড়ক প্রস্ত করা প্রয়োজন। রাস্তা প্রস্ত হলে যানজট এড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে ফেরি সার্ভিস পরিচালনা করা সম্ভব হবে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	
১০.	বিআইডব্লিউটিসির নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল ও কিশোরগঞ্জ এর ভৈরবের জমি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, টিসির জমিসমূহের একটি বড় অংশ নারায়ণগঞ্জ জেলার অধীন। এ সংস্থার ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এ জমিগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করা হয়েছে। এ জমিগুলোর মধ্যে সলিমুল্লাহ রোডস্থ বেইজঘর জমি আইনগতভাবে সংস্থার নামে রেকর্ডভুক্ত করে খাজনাদী প্রদানে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়া, কিশোরগঞ্জ এর ভৈরব এ অবস্থিত বিআইডব্লিউটিসি'র জমি উদ্ধারের বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা	এ জমিগুলোর মধ্যে সলিমুল্লাহ রোডস্থ বেইজঘর জমি আইনগতভাবে সংস্থার নামে রেকর্ডভুক্ত করে খাজনাদী প্রদানে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা এবং কিশোরগঞ্জ ও ভৈরব এ অবস্থিত বিআইডব্লিউটিসি'র জমি উদ্ধারের বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয়	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ এবং জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ

		প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কশিনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	
১১.	উপকূলীয় সার্ভিস	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, অদূর ভবিষ্যতে উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জেলা সমূহের মধ্যে নৌপথে যাত্রীসেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মহেষখালি, কুতুবদিয়া, হিরণ পয়েন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন রুটে যাত্রীবাহি জাহাজ/ক্রুজ জাহাজ পরিচালনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কশিনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	উল্লিখিত সার্ভিসগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নিদেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, টিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১২.	নতুন ফেরি সার্ভিস চালু করা প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, নিম্নবর্ণিত ফেরিরুট সমূহে ফেরি সার্ভিস চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; ১. চিলমারি-রৌমারি ২.নোয়াখালি-হাতিয়া ৩. ভোলা লাল মোহন-পটুয়াখালি ৪. চট্টগ্রামের কুমিরা হতে সন্দ্বীপ ৫. মনপুরা থেকে লক্ষীপুর, চরফ্যাশন ও ভোলা ৬. বরগুনা-তালতলী উক্ত ফেরি সার্ভিসসমূহ চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন।	ফেরি সার্ভিসসমূহ চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নিদেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

১৩.	কুমিরা-গুপ্তছড়া যাত্রীবাহি সার্ভিসে যাত্রী উঠানামার জন্য লাল বোট পরিচালনা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, কুমিরা-গুপ্তছড়া যাত্রীবাহি সার্ভিসে যাত্রী উঠানামার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ লাল বোট পরিচালনা নিষিদ্ধকরণ ও স্থায়ী জেটি নির্মাণে বিভাগীয় প্রশাসনের সহযোগিতা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	কুমিরা-গুপ্তছড়া যাত্রীবাহি সার্ভিসে যাত্রী উঠানামার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ লাল বোট পরিচালনা নিষিদ্ধকরণ ও স্থায়ী জেটি নির্মাণে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১৪.	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকরণের বিষয়ে ভূমি অধিগ্রহণ।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেলেও অদ্যাবধি ভুমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন।	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১৫.	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত) সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত) বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেলেও ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের পর প্রায় ২ বছর অতিবাহিত হওয়ায় পরও জমি বুঝে পাওয়া যায়নি মর্মে উল্লেখ করেন।	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১৬.	নদী তীরভূমি (ফোরশোর) হস্তান্তর প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ৩৭টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। যৌথ জরিপের মাধ্যমে মাত্র ১২টি নদী বন্দরের নদী তীরভূমি (ফোরশোর) হস্তান্তরিত হয়। ১১টি নদী বন্দরের যৌথ জরীপ সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু তীরভূমি/ফোরশোর হস্তান্তর হয়নি। যৌথ জরীপ	যৌথ জরীপ সম্পাদিত ১১টি নদী বন্দরের তীরভূমি/ ফোরশোর হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

		সম্পাদিত ১১টি নদী বন্দরের তীরভূমি/ফোরশোর হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।		
১৭.	পায়রা বন্দরের অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প।	চেয়ারম্যান, পাবক জানান যে, পায়রা বন্দরের অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বন্দরের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে শেষ হয়ে যাবে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কাযক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, পাবক, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১৮.	রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং শুরু করা ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, পাবক জানান যে, আগামী আগষ্ট ২০২২ হতে রাবনাবাদ চ্যানেলের মূল ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু হবে। এ লক্ষ্যে পায়রা বন্দর এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি ড্রেজার, অন্যান্য সহায়তাকারী জাহাজ ও জনবলের সমাগম বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিংকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের পুলিশ ও কোষ্ট গার্ড এর টহল বৃদ্ধিসহ সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিংকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের পুলিশ ও কোষ্ট গার্ড এর টহল বৃদ্ধিসহ সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, পাবক, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

১৯.	ঢাকার চারপাশের নদ-নদী (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, টঙ্গি খাল ও বালু নদী) দূষণমুক্তকরণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন জানান যে, আগামী ১৭ মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে ঢাকার চারপাশের নদ-নদী (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, টঙ্গি খাল ও বালু নদী) দূষণমুক্তকরণের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগণ উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পত্রের ওপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ জানান।	ঢাকার চারপাশের নদ-নদী (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, টঙ্গি খাল ও বালু নদী) দূষণমুক্তকরণ বিষয়ে জেলা প্রশানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
২০.	প্রতিটি বিভাগে নদ-নদী, খাল-বিলের তীরে অবস্থিত বাসাবাড়ি, শিল্প-কারখানা হতে নিঃসারিত কঠিন ও তরল বর্জ্যের মাধ্যমে দূষণরোধ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী কমিশন জানান যে, প্রতিটি বিভাগে নদ-নদী, খাল-বিলের তীরে অবস্থিত বাসাবাড়ি, শিল্প-কারখানা হতে নিঃসারিত কঠিন ও তরল বর্জ্যের মাধ্যমে দূষণরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া প্রতিটি জেলায় একজন এডিসি নিয়োগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে এডিসির পদ সৃজনের প্রয়োজন নেই। একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন।	প্রতিটি বিভাগে নদ-নদী, খাল-বিলের তীরে অবস্থিত বাসাবাড়ি, শিল্প-কারখানা হতে নিঃসারিত কঠিন ও তরল বর্জ্যের মাধ্যমে দূষণরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-
২৭-০৬-২০২২
(মোঃ মোস্তফা কামাল)
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০৫.২০.**১১৬**

তারিখ ১৪ আষাঢ় ১৪২৯ ব:
২৮ জুন, ২০২২ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [দৃ: আ: উপসচিব (মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা)]
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক।
৪। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৬। যুগ্মসচিব (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৭। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম/বরিশাল/পাবনা/সিলেট ও রংপুর।
৮। উপসচিব (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৯। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
১০। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১১। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

২৮.৬.২২

(মোঃ আলাউদ্দিন)
সহকারী সচিব
সংসদ ও সমন্বয়

অনুলিপি:

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৪/

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৫-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	লায়লা জেসমিন, অতিঃ সচিব, নৌপম	নৌপম	০১৮২৬ ৭২০৫ ০৯	[signature] ১৫/০৬/২০২২
২.	সুলতান আব্দুল হামিদ অতি: সচিব (উ:)	নৌপম	০১৭১৫০৫১৫০৪	[signature] ১৫/০৬/২০২২
৩.	[illegible] অতিরিক্ত সচিব	নৌপম	০১৭১২৮৬৭৯২৬	[signature]
৪.	আহমদ শামীম আল রাজী অতিরিক্ত সচিব, চেয়ারম্যান	BIWTC	01712811607	[signature] ১৫.০৬.২২
৫.	মো: সাজেদুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (বন্দর)	নৌপম	01715170370	[signature] ১৫/৬/২০২২
৬.	ড. মো: রফিকুল ইসলাম খান যুগ্মসচিব (উ:)	নৌপম	01715295995	[signature]
৭.	ক্যা: কাজী এ.বি.এম. শামীম, কমান্ড্যান্ট, সিলেট মেরিন একাডেমি	BMA-SYL	01711374620	[signature]
৮.	মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার	NRCC	01732 836555	[signature]
৯.	ড. এ ম কবিরুল ইসলাম উপপরিচালক,	NRCC	০১৬৩২৬৮৬৬৭২	[signature]
১০.	মো: আমিনুর ইসলাম অতি: বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা	খুলনা বিভাগ	01716934348	[signature]
১১.	জি এস এম জাফরউল্লাহ বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী	রাজশাহী	01713202040	[signature] 15.06.22
১২.	মো: আশরাফ উদ্দিন বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	01713120795	[signature]
১৫.	মো: খলিলুর রহমান বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	ঢাকা	01714032646	[signature]
১৬.	মো: আমিন উল আহসান বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল	বরিশাল	01713450059	[signature]
১৭.	ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বিভাগীয় কমিশনার।	সিলেট	01712714085	[signature]
১৮.	মো: শফিকুর রেজা বিশ্বাস বিভাগীয় কমিশনার	ময়মনসিংহ	০১৭১৩০৬৭৮২২	[signature]
১৯.	মো: [illegible] বিভাগীয় কমিশনার	রংপুর	০১৭১০ [illegible]	[signature]

	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২০.	কমোডর গোলাম সাদেক চেয়ারম্যান	BIWTA	01968390000	[signature] 15/6/22
২১.	মো. আলমগীর হোসেন	[illegible]	01707073015	[signature] 15.6.22
২২.	ড. মনজুর (চৌধুরী) চেয়ারম্যান	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	01733308140	[signature] 15.6.22
২৩.				
২৪.				
২৫.				
২৬.				
২৭.				
২৮.				
২৯.				
৩০.				
৩১.				
৩২.				
৩৩.				
৩৪.				
৩৫.				
৩৬.				
৩৭.				